W. B. HUMAN RIGHTS COMMISSION
KOLKATA - 91

NOTE SHEET

148/WBHRC/SMC/17.

18-04-2017

Enclosed is the news item clipping of the Sambad Pratidin, a Bengali daily dated 18.04.2017, the news is captioned "সদ্যোজাতর মৃত্যু, হাসপাতালে ধুন্ধুমার"

Principal Secretary, Health & Family Welfare Department, Govt. of West Bengal is directed to submit a detailed report within 31st May, 2017.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

(Naparajit Mukherjee)
Member

(M.S. Dwivedy)
Member

Encl : News Item dt.18-04-2017.

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC.

Upload in website and a copy of the order be communicated to the concerned newspaper.

আয়ার গাফিলতির অভিযোগ কোচবিহারে, আটক অভিযুক্ত

সদ্যোজাতর মৃত্যু, হাসপাতালে ধুন্ধুমার

স্টাফ রিপোর্টার, কোচবিহার : আয়ার গাফিলতিতে এক নবজাতকের শ্বাসরোধ হয়ে মৃত্যুর অভিযোগ উঠল কোচবিহার জেলা হাসপাতালে। রবিবার রাতে এই ঘটনাটি ঘটেছে। নবজাতকের মায়ের হাত শিশুর নাকে পড়ে বা মাতৃদুগ্ধ শ্বাসনালিতে আটকে মৃত্যু হয়েছে ওই নবজাতকের, এমনই দাবি কোচবিহার জেলা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের। প্রসূতির বাড়ির লোকজনের অভিযোগ, আয়া শিশু ও মায়ের সামনে উপস্থিত থাকলে এই ঘটনা ঘটত না। এদিকে ঘটনার জেরে রাত থেকে বিক্ষোভ চলে কোচবিহার জেলা হাসপাতালে। পরে কোতোয়ালি থানার পুলিশ গিয়ে ভৈরবী দাস নামে অভিযুক্ত আয়াকে আটক করে।

প্রসূতির ভাসুর কৃষ্ণ মোদকের অভিযোগ, একেকজন আয়া তিন থেকে পাঁচটি করে প্রসূতি ও শিশুদের দায়িত্ব নেয়। নার্সরা এসবে কোনও নজর দেন না। নজর দিলে এই ঘটনা ঘটত না। আয়ার পাশাপাশি নার্সরাও এই ঘটনায় সমান দোষী। তাঁরা বিষয়টি জানিয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করছেন। কোচবিহার জেলা হাসপাতালের সুপার জয়দেব বর্মন বলেন, "সিজারিয়ান প্রসূতির সঙ্গে সব সময় বাড়ির লোকজনকে থাকতে বলা হয়। কিন্তু বেশিরভাগই অবৈধ আয়াদের উপর দায়িত্ব দিয়ে চলে যান। রাত দু'টো নাগাদ শিশুটিকে যখন এসএনসিইউতে নিয়ে আসা হয়, তার আগেই শিশুটির মৃত্যু হয়েছে।" সম্ভবত, ঘুমন্ত অবস্থায় মায়ের হাত পড়ে শিশুর নাকে বা শ্বাসনালিতে দুধ আটকে মৃত্যু হয়েছে। গোটা ঘটনা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।

গত ১১ এপ্রিল সিজার করে পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন বাণেশ্বরের ইকড়চালা গ্রামের বাসিন্দা বুল্টি মোদক। জন্মের পর শিশুটির জন্ডিস ধরা পড়ে এবং এসএনসিইউতে চিকিৎসা চলে। তিনদিনের মধ্যে শিশুটির স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে। রবিবারই

কোচবিহার জেলা হাসপাতালে বিক্ষোভ। —অভিদিন চিত্র

এসএনসিইউ থেকে মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। শিশুটি সুস্থ হয়ে উঠেছিল এবং মায়ের দুধও খেতে পারছিল। প্রসূতির পরিবারের লোকজন জানিয়েছেন, রবিবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ যখন আয়াকে শিশু ও মায়ের দায়িত্ব দিয়ে তাঁরা বাড়ি যান, তখনও সব কিছুই ঠিক ছিল। রাত পৌনে দু'টো নাগাদ বুল্টিদেবী বাড়িতে ফোন করে খবর দেন সন্তান অসুস্থ এবং আয়ামাসি শিশুটিকে এসএনসিইউতে নিয়ে গিয়েছে। কিন্তু বাড়ির লোক পৌঁছে দেখেন শিশুটির মৃত্যু হয়েছে। এরপরই ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। রাত থেকেই বিক্ষোভ শুরু করেন আত্মীয়রা। সোমবার সকাল পর্যন্ত সেই বিক্ষোভ চলে। অভিযোগ, কোচবিহার জেলা হাসপাতালে আয়াদের রাজত্ব চলছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নির্বিকার থাকায় আয়ারা যা খুশি তাই করে চলেছে। ঠিকমতো দায়িত্বপালন না করে টাকা নিচ্ছে এরা। আয়ার গাফিলতির কারণেই এই শিশুর মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ পরিবারের সদস্যদের। আত্মীয় দীপঙ্কর মোদকের অভিযোগ, প্রসূতিদের স্যালাইন বদলানো, স্যালাইনে ইনজেকশন দেওয়া সব কাজই আয়ারা করছে। নার্সরা নিজেদের দায়িত্বপালন করছেন না। অবিলম্বে এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।